অ্যাড ফেস্টিভ্যালের মনোগ্রাম

ব্রিজিং দ্য গ্যাপ

২২ মে শনিবার ঢাকার শেরাটন হোটেলে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো অ্যাড ক্লাব, ঢাকা-র আয়োজনে দ্বিতীয় অ্যাড ফেস্টিভ্যাল, ২০০৪। এই ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত থেকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদন লিখেছেন পরাগ আজিম।
ছবি : তুহিন হোসেন ও আনোয়ার মজুমদার

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় এভাবেই ঢাকের বোলে

দর্শকরা দেখছেন বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রকাশনা

নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল নিশ্চিত

সকাল ৮.৩০ : হোটেল শেরাটনের মূল ফটকের কাছে আসতেই বোঝা গেল, আজ উইন্টার গার্ডেন ও বলরুমজুড়ে বসবে ক্রিয়েটিভ মানুষের মেলা। ভেতরে ঢুকতেই অ্যাড ক্লাবের সুদৃশ্য লোগো সংবলিত বিভিন্ন ডিজাইন চোখে পড়লো। সবাইকে দেখা গেল ঢুকেই বামদিকের ছোট রুমটির দিকে যেতে। উদ্দেশ্য রেজিস্ট্রেশন এবং কার্ড দেখিয়ে ব্যাগ, গেঞ্জি, প্যাড, কলম এসব কিটস্ সংগ্রহ করা।

৯.০০ : রেজিস্ট্রেশন ও কিটস্ সংগ্রহের কক্ষটিতে এখন কিছুটা ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অ্যাড ক্লাবের কর্মীরা নিষ্ঠা ও দ্রুততার সঙ্গে এ কাজ করছেন। এই ব্যাপারটার সার্বিক দেখভাল করছেন অ্যাড ফেস্টিভ্যালের যুগ্ম আহ্বায়ক আপন আহসান। কারো কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি তা দ্রুততার সঙ্গে মিটিয়ে দিচ্ছেন।

৯.৩০ : অ্যাড ফেস্টিভ্যালের আহ্বায়ক ওয়াজির সাত্তার, যুগ্ম আহ্বায়ক নাজিম ফারহান চৌধুরী ও সানাউল আরেফিনকে দেখা গেল সারাক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে এদিকে-সেদিক দৌড়াচ্ছেন। সব কাজ ঠিকমতো সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না এটাই তদারকি করছেন তারা।

৯.৫০ : মূল অনুষ্ঠানস্থল উইন্টার গার্ডেনের মঞ্চে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। লাইটিং, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি ভালোমতো পরীক্ষা করে নেয়া হচ্ছে। ভেতরে দাঁড়িয়ে খোশগল্প করছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, অ্যাডকমের কর্ণধার গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। একটু পরেই এলেন স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু।

১০.১৫ : ইতিমধ্যে ডেলিগেট ও আমন্ত্রিত অতিথিদের অধিকাংশই উইন্টার গার্ডেনে এসেছেন। অ্যাড ফেস্টিভ্যাল শুরুর ঘোষণাটা এল একটু অভিনবভাবেই। ক্রিম রঙের স্কিন কাপড়ে সারা শরীর ঢেকে চার যুবকের একজন একটি রিকশার সামনের চাকাসহ প্রথম অংশ, দু'জন মাঝের অংশ এবং একজন দুই চাকাসহ পেছনের অংশ রিকশা আদলে সাজিয়ে হঠাৎ করেই পেছন থেকে ঘোষণার মতো বলা শুরু করলো, 'হ্যাঁ ভাই, শুরু হচ্ছে অ্যাড ফেস্টিভ্যাল, বিজ্ঞাপন জগতের সব রথী-মহারথীরা জড়ো হলেন এক জায়গায়... হ্যাঁ ভাই' ইত্যাদি।

১০.১২ : এই মাত্র মঞ্চে উঠে এলেন ফেস্টিভ্যালের প্রথম পর্বের উপস্থাপক আব্দুন নূর তুষার ও মুনিরা ইউসুফ মেমী। তারা প্রথমেই অ্যাড ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের সিইও জুলফিকার আহমেদকে আমন্ত্রণ জানালেন বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু গবেষণাধর্মী কথাবার্তা বলার জন্য। তিনি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, এজেন্সি ও ক্লায়েন্ট বিষয়ে আলোচনা করলেন, পুরোটাই ইংরেজিতে।

১০.৪০ : মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম এতক্ষণ দর্শক সারিতে বসে জুলফিকার আহমেদের আলোচনা শুনছিলেন। তার হাতে সময় কম থাকায় ফেস্টিভ্যালের আহ্বায়ক ওয়াজির সাত্তার মঞ্চে উঠে মন্ত্রীকে বক্তব্যের জন্য আহ্বান করলেন। মন্ত্রী বক্তৃতার শুরুতেই বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোকে ধন্যবাদ জানালেন। 'আপনারা এই সেক্টরে অনেক উন্নতি করেছেন। এখন অনেক অর্গানাইজড্ আপনারা। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর যেকোনো অ্যাড এজেন্সির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আপনারা ভালোমতোই টিকে থাকতে পারবেন।' মন্ত্রী আমাদের দেশের পণ্যের দিকে আরেকটু নজর দেয়া এবং দেশীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিদেশী ছবি বা মডেল ব্যবহার না করার অনুরোধ করলেন।

১০.৫০ : মন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য চা-চক্রের বিরতি দেয়া হলো।

১১.০০ : বলরুম ফয়ারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এজেন্সি, সংবাদপত্র ও মিডিয়া সম্পর্কিত আরো কিছু স্টল করা হয়েছে। এসব স্টলে ঢুঁ মেরে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে জেনে

কথা বলছেন রেজা আলী ও গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী

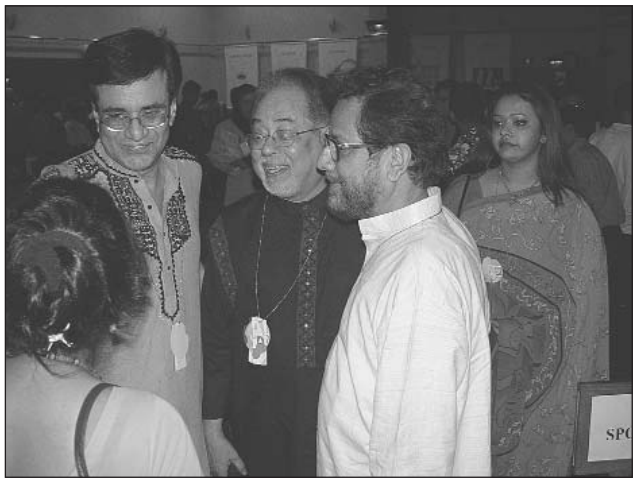

অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি আবেদ খান, শাহাদত চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান নূর

নিচ্ছেন আগ্রহীরা। নর্থ বলরুমে বড় পর্দায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হচ্ছে। জানা গেল, এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখে কোনটা ভালো লেগেছে তা কুপনে লিখে পূরণ করে জমা দিলে পরবর্তীতে লটারি করে পুরস্কৃত করা হবে। অনেকেই খুব মনোযোগসহকারে বিজ্ঞাপন দেখছেন।

১১.১৫ : চা-চক্রের পর আবার বক্তৃতা পর্ব শুরু হলো উইন্টার গার্ডেনে। প্রথমেই বক্তব্য দিলেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। তিনি প্রিন্ট মিডিয়ার ভূমিকা, প্রথম আলোর নানা সামাজিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, 'এই ফেস্টিভ্যালের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রিন্ট মিডিয়াও উপকৃত হবে। আমরা সবাই একটা পরিবারের মতো। আগামীতেও একসঙ্গে থাকার আশা রাখি।'

১১.২৭ : এবারের অ্যাড ফেস্টিভ্যালের থিম 'ব্রিজিং দ্য গ্যাপ'। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এর প্রয়োগের ওপর আলোচনা করতে মঞ্চে উঠলেন চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর। তিনি বললেন, আমাদের দেশে প্রচুর প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী মানুষ আছেন। শুধু সেতুটা নেই। নতুনদের জন্য সেতুটা দেখাতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলেন, আমাদের দেশের টিভি চ্যানেল এবং সংশ্লিষ্ট মানুষকে ইন্ডিয়ার টিভি চ্যানেল ও দর্শকরা এক সময় কোনো গুরুত্বই দিত না। আজ তারা গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে।

১১.৪০ পারটেক্স গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার বক্তব্য দেয়ার জন্য মঞ্চে উঠলেন। তিনি বললেন, যদি বিজ্ঞাপন এজেন্সি, নির্মাতা, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে একটা সেতুবন্ধ তৈরি করা যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। আজকাল বিদেশে গিয়ে

বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম

বিজ্ঞাপন করে আনার প্রবণতা প্রসঙ্গে বললেন, সবাই মিলে যদি বিজ্ঞাপনের একটি আধুনিক স্টুডিও গড়ে তোলা যায়, তাহলে আর বিদেশে যেতে হবে না।

১১.৫০ : অ্যাড ফেস্টিভ্যালের থিম 'ব্রিজিং দ্য গ্যাপ'-এর ওপর Key note paper উপস্থাপন করতে মঞ্চে উঠলেন স্কয়ার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু। নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই 'ব্রিজিং দ্য গ্যাপ'-এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে-

দর্শক সারিতে নওয়াজেশ আলী খান, শহিদুল্লাহ খান বাদল, শাহাদত চৌধুরী এবং অন্যান্য

এটুকু বলার পর তিনি ইংরেজিতে key note পড়া শুরু করলেন।

১২.০০ : বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাদের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মঞ্চে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিলেন আহ্বায়ক ওয়াজির সাত্তার। যাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো তাদের মধ্যে যেমন অ্যাড এজেন্সির মানুষ আছেন, তেমনি মিডিয়া এবং পণ্য উৎপাদক প্রতিনিধিও রয়েছেন। সবাই হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করলেন।

১২.১০ : বিজ্ঞাপন যে আমাদের জীবনেরই একটি অংশ হয়ে গেছে, এর ওপর একটি ভিডিও কোলাজ প্রদর্শন শুরু হলো।

১২.২০ : বিজ্ঞাপনে ব্র্যান্ড ইমেজের ওপর পর্যালোচনা করতে মঞ্চে এলেন ভারতের ক্লোরোফিল ব্র্যান্ড অ্যান্ড কম্যুনিকেশন কনসালটেন্সির কিরণ খেলাপ। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানির ব্র্যান্ড ইমেজের ওপর পর্যালোচনা করলেন। তার বক্তব্যেই জানা গেল 'Body shop' এবং 'Zara' এ দুটো কোম্পানি কোনো রকম বিজ্ঞাপনের সাহায্য ছাড়াই ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করতে পেরেছে। তার বক্তব্যের পরই শুরু লাঞ্চ ব্রেক।

১.০০ : উইন্টার গার্ডেনেই শুরু হলো বুফে লাঞ্চ। সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল রসনা তৃপ্ত করতে।

১.৩০ : অ্যাড ফেস্টিভ্যালের যুগ্ম আহ্বায়ক, বিজ্ঞাপন সংস্থা 'এক্সপ্রেশন'-এর ক্লায়েন্ট সার্ভিস ডিরেক্টর আপন আহসানের সঙ্গে কথা হলো-

- দ্বিতীয় অ্যাড ফেস্টিভ্যালে কেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে?

: আমাদের অনেক দিনের স্বপ্নের প্রতিফলন অ্যাড ক্লাব। গত বছর আমরা প্রথম অ্যাড ফেস্টিভ্যাল করি। সেখানে আশানুরূপ সাড়া পাওয়ার পর একটি অফিস নিই আমরা। এবার দ্বিতীয় ফেস্টিভ্যালে আমরা অনেক বেশি অর্গানাইজড্। গত বছরের তুলনায় এবার ৪৮% বেশি গেস্ট বেড়েছে।

- অনেকে বলছেন, এবার ক্লায়েন্টের অংশগ্রহণ কম।

: এটা ঠিক নয়। এখানে ক্লায়েন্ট, অ্যাড এজেন্সি, মিডিয়া, ফিল্ম মেকার, মডেল- সবারই অংশগ্রহণ আছে। ক্লায়েন্টরা কর্পোরেট হিসেবে অংশ নিয়েছেন।

- অ্যাড ক্লাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

: আমরা চাই বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষ। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত সবার মধ্যে ধারণা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য। বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকটি বিষয়ে উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে বছরে কমপক্ষে ৬টি কর্মশালা করার। আমরা অ্যাড এজেন্সিগুলোকে আরো ইন্টার অ্যাকটিভ করতে চাই। সবার সমন্বিত উদ্যোগে একটা ভালো কাজ দাঁড়াবে।

আকর্ষণীয় ফ্যাশন শো

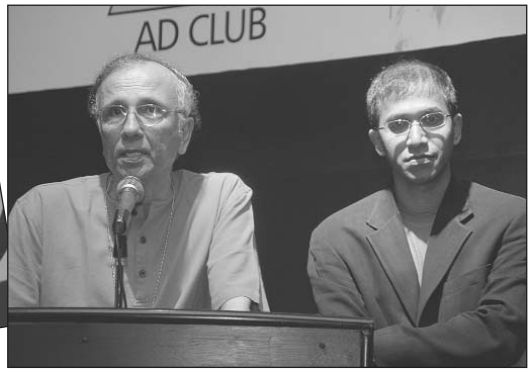

বক্তব্য রাখছেন রামেন্দু মজুমদার, পাশে কিরন খেলাপ

২.০০ : অ্যাড ফেস্টিভ্যালে যারা ডেলিগেট তাদের সবার সঙ্গে একটি করে ভোটিং কার্ড দেয়া আছে। অ্যাড ক্লাবের একটি স্টলে অনেকেই ভোট দিচ্ছেন। আরেকটি বাক্সে কিছু কুপন রাখা আছে। যেকোনো একটি তুললেই নিশ্চিত উপহার! সবাইকে হুমড়ি খেয়ে কুপন তুলতে দেখা গেল। কুপন তুলে অনেকেই উপহার হিসেবে নিয়ে যাচ্ছেন মগ, টিশার্ট, ঘড়ি, চাবির রিং, কলম, চানাচুর প্যাকেট ইত্যাদি।

২.১৫ : অ্যাড ফেস্টিভ্যালের যুগ্ম আহ্বায়ক আপন আহসান আগ্রহ নিয়েই জানিয়েছিলেন যে, এই ফেস্টিভ্যালে উৎসব নামে একটি বাচ্চা ছেলেও একটানা তিন দিন কাজ করেছে, যা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল তাদের জন্য। উৎসবকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বললাম।

- তুমি কোন ক্লাসে পড়?

: আমি ধানমন্ডির একাডেমী স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ি।

- অ্যাড ক্লাবের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কিভাবে?

: আমার বাবা রেজাউল ইসলাম কল্লোল এই ক্লাবের একজন মেম্বার। বাবার মাধ্যমেই যোগাযোগ।

- তুমি কি কি কাজ করেছো?

: ঐ যে কার্ডগুলো সবাই গলায় ঝুলিয়ে হাঁটছে, সেখানে বেশ কিছু কুপনও আছে। কিটস্, টি, লাঞ্চ, ডিনার ইত্যাদি। এগুলো একটার পর একটা আমি সাজিয়েছি। তারপর দাওয়াত কার্ডের ইনভেলাপের ভেতর যে জিনিসগুলো ছিল তা আমি ঢুকিয়েছি।

২.৩০ : উইন্টার গার্ডেনে এখন কিছু বিদেশী বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা হচ্ছে।

প্রদর্শনী দেখছেন অতিথিরা

একেকটি বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে আর সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন। বিজ্ঞাপন থেকে শুধু শিশুরাই নয়, যেকোনো বয়সের মানুষই বিনোদন পেতে পারে- এ বিজ্ঞাপনগুলো দেখে তা মনে হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ বিভিন্ন স্টলে স্টলে ঘুরে দেখছেন। তার সঙ্গে কথা হলো-

- এই ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

: আমি গত বছরও ছিলাম। এবার দেখলাম এটা আরো Well organized হয়েছে। এ জিনিসটি আরো আগে দরকার ছিল। এটা যে হচ্ছে তা আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার। অ্যাড ক্লাবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

২.৪০ : এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাড ফেস্টিভ্যালের ফাইনালিস্ট শো-র কিছু কালেকশন দেখানো হচ্ছে পর্দায়। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছেন।

৩.১০ : 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস' প্রেজেন্টেশন করতে এইমাত্র মঞ্চে এলেন আইএসবি-র এক্সিকিউটিভ এডুকেশনের ডিন মি. বিশ্বনাথন।

৩.৩০ : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও উপস্থাপক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর উইন্টার গার্ডেনে পেছনের দিকের চেয়ারে বসেছিলেন। বাইরে এসে তার সঙ্গে কথা বললাম-

- আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন বিষয়ে এখন ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। এটা আপনি কিভাবে দেখছেন?

: আমাদের দেশে ব্যবসা, বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া তিনটাতেই অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হচ্ছে না। একটা অ্যাডের ভালোমন্দ রিভিউ হচ্ছে না। এটা করতে পারলে বিজ্ঞাপনের মান আরো ভালো হবে। আমাদের এখানে বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর ক্লায়েন্ট খুব কম, মডেলও কম। আগামীতে আমরা এগুলো আশা করছি। তারপরও এ দেশে এখন অ্যাড ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এটা খুব ভালো শুরু বলা যায়।

৩.৪৫ : উইন্টার গার্ডেনে বিজ্ঞাপন বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-এর অধ্যাপক ফরহাত আনোয়ার।

৪.০০ : বাংলাদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে যারা বিস্তর খাটাখাটুনি করে একটি বিজ্ঞাপনের আইডিয়া দাঁড় করান, তারা যে কিছুটা পাগল কিসিমের লোক তা বোঝা গেল নিজেদের বিজ্ঞাপন বিষয়ে তাদের সাক্ষাৎকারগুলো দেখে। একেকজনের সাক্ষাৎকার শেষ হচ্ছে আর সবাই জোরে হাততালি দিচ্ছেন। এ পর্বটায় সবাই খুব আনন্দ পাচ্ছেন বলে মনে হলো। এই পর্বটি শেষ হওয়ার ঠিক আগে পর্দায় ইংরেজিতে লেখা ভেসে উঠলো, 'We are not mad, not bad, just creative.'

৪.২০ : মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের উপস্থাপনায় বিজ্ঞাপন বিষয়ে একটি টকশো শুরু হলো উইন্টার গার্ডেনে। সানাউল আরেফিন, রামেন্দু মজুমদার, তারিক আনাম, আহসান খান চৌধুরী, নোবেল প্রমুখকে মঞ্চে ডাকার পর দেখা গেল কোনো মহিলার অংশগ্রহণ নেই এ টকশোতে উপস্থাপক অ্যাডকমের কর্ণধার গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরীকে টকশোতে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। উপস্থাপক প্রথমেই ধরলেন প্রাণ গ্রুপের আহসান খান চৌধুরীকে। প্রাণ বিজ্ঞাপনকে এড়িয়ে চলতে চায় কেন এ প্রশ্নের জবাবে জনাব চৌধুরী বলেন, আমাদের জুস তো ভালোই বিক্রি হয়, কোলাও ভালো বিক্রি হয়। তখন গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী বললেন, বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে ভালো বিজ্ঞাপন প্রচার করলে আরো বেশি বিক্রি হতো।

৫.০০ : বলরুম ফয়ার এবং আশপাশে ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে যে অস্থায়ী স্টল করা হয়েছিল তা আস্তে আস্তে উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। লোকজনকে ওদিকটায় আর যেতে দেয়া হচ্ছে না।

৫.২৫ : জনপ্রিয় মডেল নোবেল টকশোতে অংশ নেয়ার পর এইমাত্র উইন্টার গার্ডেন থেকে বের হয়ে এলেন। তার সঙ্গে কথা হলো-

- বিজ্ঞাপন শিল্পের উন্নতির জন্য কি করা দরকার?

: একটু আগে টকশোতে বেশ কিছু সমস্যা বের হয়ে এসেছে। যেমন দক্ষ মডেলের অভাব, বিদেশী মডেল ব্যবহার, বিজ্ঞাপন প্রফেশনালদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। লংটার্মে এই ক্রাইসিসগুলো সমাধান করতে হবে। বিজ্ঞাপন ইন্ডাস্ট্রির যে দাম আছে সেটা যদি সবাই মিলে আরো ডেভেলপ করতে পারি, তবেই বিজ্ঞাপন শিল্প এগিয়ে যাবে।

৫.৪৫ : ভারতের প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন নির্মাতা মি. সুমিত বিজ্ঞাপন বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি ভালোই জমিয়ে ফেলেছেন। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যেমন গেম জমিয়েছেন, তেমনি যাদের মোবাইল বেজে উঠছে প্রত্যেকের কাছ থেকে জরিমানাস্বরূপ ১০০ টাকা করে নিচ্ছেন।

স্টলগুলোতেও ছিল উপচে পড়া ভিড়

৬.৩০ : চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর উইন্টার গার্ডেনে বসে আছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-কে তিনি বললেন, এই ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে সব পক্ষই উপকৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের লোকদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

৬.৫০ : সবাইকে উইন্টার গার্ডেন থেকে কিছু সময়ের জন্য বের হয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হলো। সন্ধ্যার পর শুরু হবে পরবর্তী আয়োজন। এজন্যই এ ব্যবস্থা।

৭.০০ : ভোরের কাগজ-SANARC র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানে ভোরের কাগজের স্টলে জমায়েত হয়েছেন সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর, মডেল শিমুল প্রমুখ। প্রথম পুরস্কার ১৪ ইঞ্চি রঙিন টিভি পেলেন রিপন রেজা। কিন্তু বেচারার কোনো খবর নেই। মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাওয়া গেলো না তাকে।

৭.২০ : উইন্টার গার্ডেনের রাতের প্রোগ্রামে ঢোকার জন্য সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছেন। ব্যাগ, মোবাইল ইত্যাদি মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে সবাইকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে।

৮.০০ : দেশীয় বাউলদের ঢোলবাদ্যের মাধ্যমে রাতের অনুষ্ঠান শুরু হলো। রাতের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করার দায়িত্ব পেলেন নাজিম ফারহান চৌধুরী ও মিশু রহমান।

৮.৩০ : ২০০৩ সালের নির্বাচিত বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হলো।

৮.৪০ : 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য মঞ্চে ডাকা হলো আপন আহসানকে। চারজনকে এবার পুরস্কার দেয়া হবে বলে জানালেন তিনি। একে একে এই সম্মানজনক পুরস্কারটি তুলে দেয়া হলো গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী, আলী যাকের, রামেন্দু মজুমদার এবং রেজা আলীর হাতে। আপন তার শ্বশুর রামেন্দু মজুমদার সম্পর্কে বলতে গিয়ে যখন বারবার দাদা উচ্চারণ করছিলেন, তখন দর্শকদের মধ্যে যারা দু'জনের সম্পর্কটা জানেন তাদের মধ্যে বারবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি ও হাসাহাসি হয়। 'দাদা' রামেন্দু মজুমদারের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী।

৯.১৫ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হলো আইয়ুব বাচ্চুর বাংলাদেশ গানটি দিয়ে। তারপর মেহরীন এসে গাইলেন কয়েকটি বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল। তারপর মাহমুদুজ্জামান বাবু গাইলেন 'আমি বাংলার গান গাই'। শুভ্র দেব গাইলেন একটি সিলেটি আঞ্চলিক গান, তার সঙ্গে নাচলেন চাঁদনী। এরপর গাইলেন কানিজ সুবর্ণা। সুমনা হক টিভিতে প্রচারিত তার গাওয়া কয়েকটি জিঙ্গেল গেয়ে শোনালেন। জিঙ্গেলের সঙ্গে নাচলেন মডেলরা। সব শেষে গুরু জেমসের 'বাংলাদেশ' গান দিয়ে শেষ হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১০.০০ : অ্যাড ফেস্টিভ্যালের থিম সং-এর কণ্ঠশিল্পী আইয়ুব বাচ্চুসহ মঞ্চে উঠলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সব পারফরমার এবং অ্যাড ক্লাবের কর্মকর্তাগণও। সবাই মিলে গেয়ে উঠলেন 'অ্যাড ফেস্টিভ্যাল অ্যাড ফেস্টিভ্যাল...'।

অনুষ্ঠানে আনন্দধারা ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর দুই নির্বাহী সম্পাদক অরুন চৌধুরী ও মোহসিউল আদনান

১০.১৫ : অ্যাড ক্লাবের আহ্বায়ক সানাউল আরেফীন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে ফেস্টিভ্যালের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন এবং বলরুমে ডিনারে অংশ নেয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন।

১০.৩০ : বলরুমের পাশেই দাঁড়িয়ে নানাজনের সঙ্গে কথা বলছেন আইয়ুব বাচ্চু। তার সঙ্গে কথা হলো-

- অ্যাড ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন এনজয় করছেন?

: যেহেতু আমরা একই ফিল্ডে কাজ করছি, বিজ্ঞাপনে জিঙ্গেলও গাই, তাদের সঙ্গেই তো আছি। সবাই মিলেমিশে থাকা অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

১১.০০ : অ্যাড ক্লাবের আহ্বায়ক সানাউল আরেফীন সারা দিন প্রচন্ড ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। এখন একটু ফ্রি হয়েছেন। তার সঙ্গে কথোপকথন।

- অ্যাড ক্লাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

: শুরু থেকেই আমাদের একটাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের অনেক প্রতিভা আছে। কিন্তু ঠিকমতো Utilize করতে পারছি না। তাদের বিকাশের সুযোগ করে দেয়া এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা।

- আপনাদের ক্লাবের অফিসে কি কি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে?

: আমাদের অফিসটি অবস্থিত ধানমন্ডির ৩৩ নম্বর রোডের ৬৬৬ নম্বর বাড়িতে। আমাদের ক্লাবে লাইব্রেরি, অডিটরিয়াম, অফিস রুম, ক্যান্টিন, পুল খেলার জায়গা, ক্যারাম, কম্পিউটার ও লন রয়েছে।

- ক্লাবে কি কি হয়?

: এটা একটা শিক্ষামূলক জায়গা। এখানে প্রতি মাসে একটি করে সেমিনার হয়। বিজ্ঞাপনের উন্নয়নের জন্য নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

১১.৩০ : ডিনার শেষে সবাই একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তারা শুধু খাবারের তৃপ্তি নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন না, সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন কিছু ক্রিয়েটিভ মানুষ ও তাদের ক্রিয়েটিভ কাজের স্মৃতিকেও।

সহযোগিতায় : **জব্বার হোসেন**